মেহেরপুরে প্রিয়তমা লেডিস বিউটি পার্লার এন্ড লেডিস ফ্যাশনের উদ্বোধন

মেহেরপুরে হোটেল বাজার প্রিয়তমা লেডিস বিউটি পার্লার এন্ড লেডিস ফ্যাশন উদ্বোধন করা হয়েছে। বুধবার রাত ছয়টার দিকে মেহেরপুর হোটেল বাজার প্রিয়তমা লেডিস বিউটি পার্লার এন্ড লেডিস ফ্যাশন উদ্বোধন করা হয়।

মেহেরপুরে হোটেল বাজার প্রিয়তমা লেডিস বিউটি পার্লার এন্ড লেডিস ফ্যাশন অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী করেন মেহেরপুর জেলা মহিলা দলের সভাপতি সাইদুরতুর নেশা নয়ন।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন মোছাঃ আলো আক্তার, বিউটিশিয়ান শিউলি খাতুন, বিউটিশিয়ান তাসলিমা খাতুন, বিউটিশিয়ান সোনিয়া, মোছাঃ মুন্নি খাতুন।

প্রোঃ রাজু ও মীম জানায় এখানে আইব্রো ফেসিয়াল, কালারিং, হেয়ার কাটিং, ওয়াকিং পার্লারের সমস্ত কাজ করা হয়। এছাড়া মেয়েদের লেহেঙ্গা শাড়ি, ওয়ান পিস, থ্রি পিস, কপাল ড্রেসসহ মেয়েদের যাবতীয় পোশাক পাওয়া যায়।

মেহেরপুরে পেঁয়াজের দরপতনে দিশেহারা কৃষক

মেহেরপুরের বিভিন্ন বাজার উঠতে শুরু করেছে নতুন পেঁয়াজ। পেঁয়াজের মারাত্মকভাবে দরপতন হওয়ায় চাষিদের মধ্যে বিরাজ করছে হতাশা। গেল এক সপ্তাহ ধরে পেঁয়াজের দাম কমে যাওয়ায় তাদের মোটা অংকের টাকা লোকসান গুনতে হবে বলে জানিয়েছেন তারা। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন প্রান্তিক ও বর্গা চাষিরা। বাইরে থেকে পেঁয়াজের আমদানি না

হলে লোকসানের হাত থেকে রেহায় পাবো।

জেলার বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা গেছে, পেঁয়াজের দাম প্রতিকেজি ৪০ টাকা থেকে ৪৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। টাকা আর ফুলকপি ও বাধাকপির গেল ১০ দিন আগেও পেঁয়াজের খুচরা বাজারে ৮০ টাকায় বিক্রি করতে দেখা গেছে। সেসময় চাষিরা লাভের মুখ দেখলেও এক সপ্তাহের ব্যবধানে চাষিদের মুখের হাসি বিলিন। বর্গা চাষিরা অনেকেই বড় ধাক্কা খেয়েছে পেঁয়াজের দর পতনে।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের হিসেব মতে জেলায় চলতি মৌসুমে ৫ হাজার ৬৬ হেক্টর পেঁয়াজের আবাদ হয়েছে।
কৃষি বিভাগ উন্নত মানের ফসল আবাদের লক্ষ্যে ১৩ হাজার ৪০০জন চাষীকে পেঁয়াজ চাষের জন্য প্রণোদনা প্রদান করেন। কৃষি অফিসের পরামর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে অনেকেই পেঁয়াজ চাষে আগ্রহী হয়ে পেয়াজ চাষ করেন।

পেয়াজ চাষী গাংনীর সাহারবাটির তহশিন মেম্বর জানান, তিনি গেল মৌসুমে দুই বিা জমিতে পেয়াজ চাষ করেছিলেন। পেয়াজের দাম ভাল পাওয়ায় এবার তিনি চার বিঘা জমিতে পেয়াজ আবাদ করেছেন। এক বিঘা পেয়াজ চাষে খরচ হয় অন্ততঃ৩০ হাজার টাকা থেকে ৩৫ হাজার টাকা। বিঘা প্রতি উৎপাদন হয় ৫০ থেকে ৫৫ মন। চলতি মৌসুমে পেঁয়াজের মারাত্মকভাবে দরপতন হওয়ায় চাষের অর্ধেক খরচ উঠছে না। মোটা অংকের টাকা লোকসান গুনতে হবে।

পেঁয়াজ চাষী কালিগাংনীর মহিবুল জানান, এক কেজি পেঁয়াজ বীজ সাড়ে ৪ হাজার টাকায় কিনেছেন। জমি লীজ ও অন্যান্য খরচসহ মোট উৎপাদন ব্যায় দাড়িয়েছে ২৫ হাজার টাকা। এখন উৎপাদিত পেঁয়াজ আড়তে বিক্রি হচ্ছে দুই হাজার টাকা মন। আবার চার কেজি অতিরিক্ত দিতে হচ্ছে। এতে করে লীজ খরচই উঠছে না। মোটা অংকের টাকা লোকসান হবে তার। তিনি বলেন,বাইরে থেকে পেঁয়াজ না আসলে আমাদের লোকসান হবেনা।

একই কথা জানালেন পেঁয়াজ চাষি ছাতিয়ানের জামিরুল ও আবুল কামাল। তারা বলেন, বাইরের দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি না করলে মেহেরপুরের পেঁয়াজে জেলার চাহিদা পুরুন হবে। সেই সাথে চাষিরা পেঁয়াজের দাম পাবে।
মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক বিজয় কৃষ্ণ হালদার জানান, চলীত মৌসুমে চাষিরা ব্যাপকহারে পেঁয়াজের চাষ করেছেন। তবে পেঁয়াজ ও কপির বাজারে দরপতনে অনেক চাষী লোকসানে

পড়বেন।

স্থানীয় বাজার ছাড়াও বাইরে বাজার খোঁজ করা হচ্ছে। চাষীরা যাতে লোকসানে না পড়ে সে ব্যাপারে চেষ্টা করা হচ্ছে।

দামুড়হুদায় সৌদিয়ান রিসোর্টের শুভ উদ্বোধন

দর্শনা চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কের পাশে ডুগডুগি হাটের নিকটবর্তী স্থানে সৌদিয়ান নামে একটি রিসোর্টের শুভ উদ্বোধন হয়েছে।

আজ শুক্রবার বিকাল ৫টায় এ রিসোর্টের উদ্বোধন করেন রিসোর্টের মালিক মতিয়ার রহমান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শুরুতেই কোরান তেলোয়াত করেন, কেরুজ জামে মসজিদের পেশ ঈমাম মাওঃ শামসুজ্জোহা আজাদী।

এ অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দর্শনা পৌর বিএনপির সাবেক সিনিয়ার সহ-সভাপতি ও প্রধান সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট, জেলা শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম সাবু তরফদার, দর্শনা কেরুজ শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি তৈয়ব আলী, হাজী জাহিদুল ইসলাম, দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়ক মশিউর রহমান, মাহবুবুল আলম খোকন, ইবকাল হোসেন, শরীফ উদ্দিন, নাহারুল ইসলাম মাষ্টার, লুৎফর রহমান, কুড়ালগাছী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুর রশিদ ও আব্দুল খালেক প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গায় নগদ টাকাসহ প্রায়

২৮ লক্ষাধিক টাকার মোবাইল চুরি

চুয়াডাঙ্গা শহরের নাফি টেলিকম নামে একটি মোবাইল ফোনের দোকানে দুর্ধর্ষ চুরির ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় নগদ টাকা ও নতুন মোবাইলফোন সহ প্রায় ২৮ লক্ষাধিক টাকা চুরি গেছে বলে দাবি দোকান মালিকের।

আজ রবিবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে এ চুরির ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশের একাধিক ইউনিট ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

পুলিশ জানায়, রবিবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে চোরচক্রের সদস্যরা শহরের শহীদ আবুল কাশেম সড়কের নাফি টেলিকমের তালা ভেঙে দোকানে প্রবেশ করে। সিসিটিভি ক্যামেরার বাইরের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে নগদ ৭ লাখ টাকাসহ বেশ কয়েকটি নতুন মোবাইলফোন চুরি করে নিয়ে যায়। পরে দোকান থেকে বেড়িয়ে তারা সার্টারে আবার নতুন তালা লাগিয়ে সটকে পড়ে। এতে প্রায় ২৮ লাখ টাকার মালামাল চুরি হয়ে গেছে বলে দাবি করেছে দোকান মালিক।

নাফি টেলিকমের সত্বাধিকারী মাইনুল হাসান রিপন জানান, তালা কেটে চুরির পর দোকানে আবার নতুন তালা লাগিয়ে চলে যায়। পরে দোকান খুলতে গিয়ে খুলতে না পেরে পুলিশকে খবর দেয়া হয়। পুলিশ আবার তালা ভেঙে দোকানে ঢুকে সবকিছু তছনছ অবস্থায় দেখতে পায়।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ওসি খালিদ হোসেন জানান, এ ঘটনায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে। সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ পর্যালোচনা করে চোর শনাক্তে পুলিশের একাধিক দল কাজ করছে।

দামুড়হুদা উপজেলা বাজার কমিটির ১১সদস্য বিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি

গঠন

দামুড়হুদা উপজেলা বাজার কমিটির পূর্বের সভাপতি সহ কার্যনির্বাহী কমিটির ১৫জন সদস্য পদত্যাগ করেছে। পূর্বের কমিটির সভাপতি সহ ১৫ সদস্যের পদত্যাগের পর বাজারের ব্যবসায়ী ও দোকান মালিকদের আয়োজনে জরুরি সভা করা হয়েছে।

আজ শনিবার (২১ ডিসেম্বর) বিকাল সাড়ে ৪ টার দিকে দামুড়হুদা বাজারের শহিদুল ইসলাম মার্কেটের ২য় তলায় বাজারের ব্যবসায়ী ও দোকান মালিকদের অনুরোধে জরুরি সভায় সভাপতিত্ব করেন দামুড়হুদা থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মো রফিকুল হাসান তনু।

জরুরি সভায় অভিভাবক শুন্য বাজারের শৃঙ্খলা বাজার রাখা ও বাজারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে তিন সদস্যের উপদেষ্টা ও ১১সদস্য বিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

সর্বসম্মতিক্রমে তিন সদস্যের উপদেষ্টারা হলেন দামুড়হুদা থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো রফিকুল হাসান তনু, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুর রহিম, সাবেক যুবদল নেতা শাহজালাল বাবু।

বাজার কমিটির আহ্বায়ক হয়েছেন হাজী মো মোফাজ্জেল হোসেন, যুগ্ন আহ্বায়ক মো সাজেদুল ইসলাম, যুগ্ন আহ্বায়ক মন্টু মিয়া, সদস্য মো জাহিদুল ইসলাম, মো আজিজুর রহমান, মো আশেকউদৌলা লিটন, সানোয়ার হোসেন, ইউনুস আলী, আবুল কাশেম মালিথা, আঃহাকিম ও আবু জাফর।

এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশ, বিএনপির নেতা তোতাম আলী, শামসুল আলম, লাবলু প্রমুখ।

আগামী তিন মাসের মধ্যে বাজারের ব্যবসায়ীদের ভোটার তালিকা প্রস্তুত, বকেয়া আদায় করে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

মেহেরপুরে নৈশ প্রহরীকে বেঁধে কাপড়ের দোকানে ডাকাতি

মেহেরপুর শহরে নৈশ প্রহরীকে চোখ ও হাত পা বেধে ফেলে রেখে ট্রাক ভিড়িয়ে দোকান থেকে প্রায় ১২ লক্ষাধিক টাকার মালামাল নিয়ে গেছে সংঘবদ্ধ ডাকাত দল।

আজ বৃহস্পতিবার (১৯ ডিসেম্বর) ভোরের দিকে মেহেরপুর শহরের তাহের ক্লিনিক মোড়ে “সোহানা বস্ত্রালয়” নামক একটি কাপড়ের দোকানে এই ডাকাতির ঘটনা ঘটে।

সোহানা বস্ত্রালয়ের স্বত্বাধিকারী স্বপন ইসলাম জানান, রাত আড়াইটার দিকে দোকান আমি দোকান বন্ধ করে বাড়িতে যাই। ভোররাতে একজন নারী মোবাইল ফোনে জানান এই ডাকাতির ঘটনা। সাথে সাথে আমি দোকানে এসে দেখি দোকানের তালা ভেঙে সব মালামাল লুট করে নিয়ে গেছে ডাকাতদল।

তিনি জানান, স্থানীয় এক নারী ভোরের দিকে দোকান থেকে একটি ট্রাকে মালামাল তুলতে দেখেন। এসময় তিনি পুলিশকেও খবর দেন।

স্বপন ইসলাম আরো জানান দোকান থেকে শীতের নতুন কম্বল, থ্রি পিস, শাড়িসহ ১২ লাখ টাকার মালামাল ডাকাতি করে নিয়ে গেছে।

বাজারের নৈশ প্রহরী শহিদুল ইসলাম গগন জানান, রাত ৪টার দিকে চারজন ব্যক্তি একটি ট্রাক নিয়ে এই সড়কে ঘুরাঘুরি করছিল। আমি তাঁদের খোঁজ খবর নিতে গেলে তারা আমাকে দেশীয় অস্ত্র বুকে ধরে চোখ-মুখ বেঁধে এক জায়গায় ফেলে রাখে। পরে কী হয়েছে তা কিছুই দেখেনি।

মেহেরপুর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) আব্দুল করিম জানান, ভোররাতের দিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করি।
তিনি বলেন, ডাকাত দল অভিনব কায়দায় এ চুরির ঘটনা ঘটিয়েছে। চুরির সময় সিসি ক্যামেরা ও হার্ডডিস্কও নিয়ে গেছে। তবে সাইবার ক্রাইম টিম-সহ পুলিশের বেশ কয়েকটি দল কাজ করছে। দ্রুত এ সংঘবদ্ধ চোরের দলকে চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনা হবে।

বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি কাশেম বহিষ্কার

বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি (কাশেম— শাহিন) কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মো: আবুল কাশেমকে বহিষ্কার করা হয়েছে। তিনি ময়মনসিংহ জেলা ফুলপুর উপজেলার চাঁনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক।

তিনি সমিতির পদ পদবী ব্যবহার করে ২০১৮ সালে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক নিয়োগ বঞ্চিতদের চাকুরি নিশ্চিত করার কথা বলে তৎকালীন ফ্যাসিষ্ট সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটির সভাপতি অ্যাডভোকট মোস্তাফিজুর রহমানের সাথে যোগাযোগ করে শিক্ষকদের কাছ থেকে ১০ কোটি টাকা চুক্তির পর নগদ ৩ কোটি টাকা গ্রহন করে। পরবর্তী সময়ে বঞ্চিত শিক্ষকগণ বিভিন্ন সময়ে মো: কাশেমের ময়মনসিংহের নিজ বাসায় গিয়ে এবং প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরে যোগাযোগের প্রেক্ষিতে ১ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা আদায় করেন। পরবর্তী সময়ে সেই নিয়োগ বঞ্চিত শিক্ষকগণ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবরে প্রতিকার চেয়ে আবেদন করার পর বিভাগীয় উপপরিচালক ময়মনসিংহের নেতৃত্বে দুইটি তদন্ত কমিটির দীর্ঘ তদন্ত শেষে তদন্ত রিপোর্টের আলোকে কাশেমের অন্যতম সহযোগী আশিক মাহমুদ খান, প্রধান শিক্ষক (চ.দায়িত্ব), বীরগুছিনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহকে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ময়মনসিংহ কর্তৃক সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(খ) ও বিধি অনুসারে ” অসদাচরণ ও দূর্ণীতির অভিযোগে বিভাগীয় মামলা ও মামলা শুনানি শেষে আশিক মাহমুদ খানকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (চ. দায়িত্ব) পদ থেকে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান করেন। মূল দায়ী ব্যক্তি মো: আবুল কাশেমকে বিভাগীয় উপপরিচালক, ময়মনসিংহ স্মারক নং ৩৮.৪৫.০০০০.২৭.০৩৯.১৯.৪০৪, তারিখ: ২৮ এপ্রিল, ২০২৪ এর আদেশ মোতাবেক “অসদাচরণ ও দূর্নীতি” দায়ে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(২) (ঘ) বিধি অনুযায়ী “বেতন গ্রেডের নিম্নতম ধাপে অবনমিতকরণ” প্রদান করে মূল বেতন ৩৫৮৮০/— স্থলে

২২০০০/— নির্ধারণ করেন। সেই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির জ্যেষ্ঠ সিনিয়র সহসভাপতি মো: লিয়াকত আলী খান নির্দেশে বিভাগীয় বিভিন্ন তদন্ত কমিটির পত্রের মর্মানুযায়ী বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সংশোধিত গঠনতন্ত্র ২০২১ অনুচ্ছেদ —২২ (ক) অনুচ্ছেদ ২৪ (ক) ও (গ) এর ধারা মতে সমিতির ভাবমূর্তি ক্ষুন্নসহ উপদল সৃষ্টির প্রেক্ষিতে কেন তাকে সমিতির প্রাথমিক সদস্য পদসহ সকল পদ থেকে কেন স্থায়ী ভাবে বহিষ্কার করা হবে না সেই মর্মে ০৩/১১/২০২৪, ১৩/১১ /২০২৪ খ্রি: কৈফিয়ত তলব এবং ২৩/১১/২০২৪ খ্রি: তারিখের ঢাকার লালমাটিয়া স্কুল এন্ড কলেজ (লালমাটিয়া হাউজিং স্কুল এন্ড কলেজ) এ অনুষ্ঠিত সরাসরি কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় সন্তোষজনক উত্তরে ব্যর্থ হওয়ায় ১৩/১২/২০২৪ খ্রি: সিনিয়র সহসভাপতি লিয়াকত আলী খান বিভাগীয় দন্ডপ্রাপ্ত মো: আবুল কাশেমকে সমিতির প্রাথমিক সদস্য পদসহ সকল পদ থেকে স্থায়ী ভাবে বহিষ্কার করা হলো। নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী কাউন্সিল অধিবেশন পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত সর্বসম্মতিক্রমে জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি মো: লিয়াকত আলী খানকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব পালনের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় একই সিদ্ধান্তে বহিস্কৃত মো: আবুল কাশেম কর্তৃক ইতিপূর্বে সমিতির অগঠনতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অবলম্বনে বহিস্কৃত সকল পদধারি নেতৃবৃন্দের বহিষ্কার পত্রগুলো প্রত্যাহার করা হয়েছে। সূত্র: শিক্ষা বার্তা ডট কম।

দামুড়হুদায় শীতের আগাম প্রস্তুতি! লেপ-তোষকের দোকানে ভিড়

শীত নিরাময় করতে উপজেলার বিভিন্ন স্থানের বাসিন্দারা আগাম প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এ প্রস্তুতি নিতে উপজেলার লেপ-তোষকের দোকান গুলোতে ভীড় জমতে লক্ষ্য করা গেছে। ভীড়কে কেন্দ্র করে ব্যস্ত সময় পার করতে দেখা গেছে কারিগর সহ দোকান মালিকদেরকে।

দামুড়হুদা,উপজেলার প্রায় সকল লেপ- তোষকের দোকানে ক্রেতাদের উপস্থিতি থাকতে দেখা গেছে কমবেশি।কেউ যাচ্ছে ওর্ডার দিতে, আবার কেউ যাচ্ছেন নিদিষ্ট একটা মাপ দিয়ে কেমন মজুরি পড়বে জানতে। অবশ্য এবছরে অন্যআন্য মালামালের সাথে সাথে বেড়েছে লেপ তোষক তৈরির ব্যবহারের পন্য সামগ্রি।সেজন্য লেপের কাপড়, ফোম, মজুরির দামটাও একটু বেশি বলে বিক্রতা সহ ক্রেতাদের দাবি।

উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর কাঁঠাল তলা বাজারের লেপ ব্যবসায়ী আলী আজগার জানান, আমি প্রায় ২০ বছর ধরে এ পেশায় নিয়োজিত। এবার শীতে দোকানে প্রচুর পরিমাণে মানুষের ভিড় হচ্ছে, কিন্তু দাম একটু বেশি হাওয়ায় কাস্টমার ফিরে যাচ্ছে।

গত বারের তুলনায় এবার মালা মালের দাম বেশি,যে তুলা কিনতাম ১২০ টাকা কেজি সেই তুলা কিনতে হচ্ছে ২০০ টাকা কেজি,আর যে কাপড় কিনতাম ৩০ টাকা গজ, এখন কিনতে হচ্ছে ৬০ টাকা গজ,সুকলা কিনতাম ২০ কেজির ব্যাল্ট ৪০০ টাকা এখন কিনতে হচ্ছে ৭০০ টাকায়। তিনি আরো বলেন, কারিগরদের আগে লেপ প্রতি হাজিরা দিতে হতো ২০০ থেকে ২৫০ টাকা, এবছরে দিতে হচ্ছে ৩০০ থেকে ৩৫০ টাকা।

কারিগর করিম হোসেন বলেন, আমি ১০ রকমের লেপ তোষক তৈরি করতে পারি। সিঙ্গেল লেপ বিক্রি করছি সর্বনিম্ন ১০০০ থেকে ১৫০০ টাকা, ডাবল লেপ ১৫০০/৩০০০ টাকা। কিন্তু জিনিসের দাম একটু বেশি হাওয়ায় গতবারের তুলনায় এবার একটু বেচাকেনা কম হচ্ছে।

জয়রামপুর গ্রামের ডালিম হোসেন বলেন, আমি তিন টা লেপ তোষক অর্ডার দেওয়ার জন্য দোকানে গিয়ে ছিলাম কিন্তু এবারে দাম অনেক বেশি বলছে, দোকানদার বলছে আমরা কি করিবো যেমন দামে জিনিস পত্র কিনছি তেমন দামে বিক্রি করছি। তিনি আরো বলেন গত বছরে যে তোষক কিনে ছিলাম ১.৫০০ টাকায় এবার কিনতে হচ্ছে ২.৫০০ থেকে ৩.০০০ টাকায়।

মুজিবনগরে সার ও কীটনাশকের দোকানে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান

মেহেরপুরের মুজিবনগরে সার ও কীটনাশকের দোকানে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করে ১ ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

আজ রবিবার (৮ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ছয়টার সময় মুজিবনগর উপজেলার পুরন্দরপুর বাজারে বিএডিসি বীজ ও সার ডিলার অলিলুর রহমানের মেসার্স অলিল এন্ড ব্রাদার্স এর গোডাউনে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম।

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম জানান, বিএডিসি বীজ ও সার ডিলার অলিলুর রহমান অনুমোদিত লাইসেন্স, ট্রেড লাইসেন্স দেখাতে না পারায় এবং বিভিন্ন অনিয়ম পাওয়ায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর বিভিন্ন ধারায় ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

তিনি আরও জানান, এ উপজেলার জন্য বরাদ্দকৃত সার অন্য জেলা বা উপজেলায় বিক্রয় না করতে, সারের মূল্য তালিকা টানাতে, সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত মূল্যে সার, বীজ বা কীটনাশক বিক্রয় না করতে, মেয়াদোত্তীর্ণ সার বা কীটনাশক বিক্রয় না করতে এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য নিয়ম নীতি অনুসরণ করতে কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিসার আব্দুল মোমিন, ছাত্র সমন্বয়ক শাওন শেখ ও তামিমুর রহমান তুষার।

এছাড়াও মুজিবনগর থানার এস আই আশরাফুল এর নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম ও কৃষি অফিসের অন্যন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে সহযোগিতা করেন।

চুয়াডাঙ্গায় কালু’র হোটেলকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গা রেলবাজারে অবস্থিত সুনামধন্য কালুর হোটেলকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। কর্মচারীরা টয়লেট শেষে হাত না ধুয়েই খাবার তৈরি করা, যত্রতত্র নোংরা ও মাছিতে ভরপুর মেঝেতে রান্না করা ও বিভিন্ন রেডি খাবার খোলা অবস্থায় রাখাসহ বিভিন্ন অপরাধে কালুর হোটেলকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন জেলা টাস্কফোর্স কমিটি ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ রোববার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা শহরের রেলবাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে এ জরিমানা করা হয়।

অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ জানান, অভিযানে মেসার্স কালু হোটেল নামক প্রতিষ্ঠানে আগে সতর্ক করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও আজ তদারকিতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও প্রক্রিয়ায় খাবার তৈরির প্রমাণ পাওয়া যায়। হোটেলের স্যানিটারি লাইসেন্স না থাকা, কর্মচারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার সনদ না থাকা ও স্বাস্থ্যবিধি না মানা, নোংরা জিনিসের পাশে রেডি খাবার উন্মুক্ত রাখা পাওয়া যায়।

এছাড়া কর্মচারীরা টয়লেট শেষে হাত না ধুয়েই খাবার তৈরি করছেন। যত্রতত্র নোংরা ও মাছিতে ভরপুর মেঝেতে রান্না করা ও বিভিন্ন রেডি খাবার খোলা অবস্থায় রাখা হয়েছে। অস্বাস্থ্যকরভাবে খাবার পণ্য তৈরি, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিক্রির অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিক শহিদুল ইসলাম কালুকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এসময় পুনরায় তাকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে খাবার তৈরির বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়।

অভিযানে সার্বিক সহযোগিতায় জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা সজীব পাল, ছাত্র প্রতিনিধি মুশফিকুর রহিম, ক্যাব প্রতিনিধি রফিকুল ইসলাম ও ওয়ারেন্ট অফিসার মাসুদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চৌকস টিম।